কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১১

(১)বেথানিয়া গ্রামের লাসার নামে এক লোকের অসুখ হয়েছিলো। মরিয়ম ও তার বোন মার্থা সেই একই গ্রামে থাকতেন। (২)ইনি সেই মরিয়ম, যিনি সুগন্ধি তেল দিয়ে মসিহকে অভিষেক করেছিলেন এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন। তারই ভাই লাসার অসুস্থ ছিলেন। (৩)সুতরাং লাসারের বোনেরা ইসার কাছে খবর পাঠালেন, "হুজুর, আপনি যাকে মহব্বত করেন তিনি অসুস্থ। (৪)কিন্তু হযরত ইসা আ. একথা শুনে বললেন, "এই অসুখ মৃত্যুর জন্য নয় বরং আল্লাহর মহিমা প্রকাশের জন্য হয়েছে, যেনো এর মাধ্যমে তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও মহিমান্বিত হন।"

(৫)যদিও হযরত ইসা আ. মার্থা ও তার বোন এবং লাসারকে মহব্বত করতেন, (৬)তবুও লাসারের অসুখের খবর পেয়েও তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে আরো দু' দিন থাকলেন। (৭)এরপর তিনি তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "চলো, আমরা আবার ইহুদিয়াতে যাই।" (৮)হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, "হুজুর, এই ক' দিন আগে ইহুদিরা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলো, আর আপনি এখন আবার সেখানে যাবেন?" (৯)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "দিনের আলো কি বারো ঘন্টা থাকে না? যারা দিনে চলাফেরা করে, তারা হোঁচট খায় না, কারণ তারা দুনিয়ার আলো দেখে। (১০)কিন্তু যারা রাতে চলাফেরা করে, তারা হোঁচট খায়, কারণ তাদের মধ্যে আলো নেই।"

(১১)এসব বলার পর তিনি তাদের বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।" (১২)হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, হুজুর, যদি ঘুমিয়েই থাকে, তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে।" (১৩)হযরত ইসা আ. তার মৃত্যুর কথা বলছিলেন কিন্তু তারা মনে করলেন যে, তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন।

(১৪)তখন হযরত ইসা আ. তাদের পরিষ্কার করে বললেন, "লাসার মারা গেছে। (১৫)তোমাদের জন্য আমি আনন্দিত, কারণ আমি সেখানে ছিলাম না, যেনো তোমরা ইমান আনতে পারো। কিন্তু এখন চলো, আমরা তার কাছে যাই।" (১৬)থোমা, যাকে যমজ বলা হতো, অন্য হাওয়ারিদের বললেন, "চলো, আমরাও যাই, যেনো তার সাথে মরতে পারি।"

(১৭)হযরত ইসা আ. সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, লাসারকে চার দিন আগে দাফন করা হয়েছে। (১৮,১৯)জেরুসালেম থেকে বেথানিয়া প্রায় দু' মাইল দূরে ছিলো। মার্থা ও মরিয়মের ভাইয়ের মৃত্যুতে তাদের সান্ত্বনা

দেবার জন্য ইহুদিরা অনেকেই এসেছিলো। (২০)মার্থা যখন শুনলেন যে, হযরত ইসা আ. আসছেন, তখন তিনি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলেন; এ-সময় মরিয়ম ঘরের ভেতরেই রইলেন। (২১)মার্থা হযরত ইসা আ.কে বললেন, "হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মারা যেতো না। (২২)কিন্তু আমি এখনো জানি, আপনি আল্লাহর কাছে যা চাবেন, তিনি তা দেবেন।"

(২৩)হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার উঠবে।" (২৪)মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি যে, কেয়ামতের দিনে সে আবার উঠবে।" (২৫)হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যারা আমার ওপর ইমান আনে, তারা মরলেও জীবিত হবে। (২৬)এবং যে কেউ জীবিত আছে ও আমার ওপর ইমান আনে, সে মরবে না। তুমি কি এতে বিশ্বাস করো?" (২৭)তিনি তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, হুজুর। আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়াতে যাঁর আসার কথা, আপনিই সেই মসিহ- আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।"

(২৮)একথা বলার পর মার্থা চলে গেলেন। তিনি তার বোন মরিয়মকে ডেকে গোপনে বললেন, "ওস্তাদ এখানে এসেছেন এবং তোমাকে ডাকছেন।" (২৯)তিনি একথা শুনে তাড়াতাড়ি করে তাঁর কাছে গেলেন। (৩০)হযরত ইসা আ. তখনো গ্রামের ভেতরে আসেননি, মার্থা তাঁর সাথে যেখানে দেখা করেছিলেন, সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।

(৩১)যে ইহুদিরা তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার ঘরে এসেছিলো, মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তারা তার পেছনে পেছনে গেলো; কারণ তারা মনে করলো যে, তিনি কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন। (৩২)ইসা যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, "হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মারা যেতো না।"

(৩৩)হযরত ইসা আ. মরিয়মকে ও তাঁর সাথে যে ইহুদিরা এসেছিলো, তাদের কাঁদতে দেখে অন্তরে খুবই দুঃখিত ও ভীষণভাবে অস্থির হলেন। (৩৪)তিনি বললেন, "তাকে কোথায় রেখেছো?" তারা তাঁকে বললো, "হুজুর, এসে দেখুন।"

(৩৫)হযরত ইসা আ. কাঁদতে লাগলেন। (৩৬)এতে ইহুদিরা বললো, "দেখো, তিনি তাকে কতো মহব্বত করতেন!" (৩৭)কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, "যিনি অন্ধ মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন, তিনি কি এই লোকের মৃত্যু আটকাতে পারতেন না?"

(৩৮)তখন হযরত ইসা আ. আবার অন্তরে খুবই দুঃখিত হয়ে কবরের কাছে এলেন। কবরটা ছিলো একটি গুহা এবং মুখটা ছিলো পাথর দিয়ে বন্ধ করা।

(৩৯-৪০)হযরত ইসা আ. বললেন, "পাথরটা সরিয়ে দাও।" মৃত লোকটির বোন মার্থা বললেন, "হুজুর, এখন দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, কারণ আজ চার দিন হয় তার মৃত্যু হয়েছে।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাহলে আল্লাহর মহিমা দেখতে পাবে?"

(৪১)তাই তারা পাথরটা সরিয়ে ফেললো এবং হযরত ইসা আ. ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার কথা শুনেছো বলে তোমার শুকরিয়া আদায় করি। (৪২)আমি জানি, তুমি সব সময়ই আমার দোয়া কবুল করে থাকো; কিন্তু আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের জন্য একথা বললাম, যেনো তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছো।"

(৪৩)একথা বলার পর তিনি জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বেরিয়ে এসো!" (৪৪)মৃত মানুষটি বেরিয়ে এলেন। তার হাত ও পা কাপড়ের ফিতে দিয়ে পেঁচানো এবং তার মুখে একটি রুমাল বাঁধা ছিলো। হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে যেতে দাও।" (৪৫)যে ইহুদিরা মরিয়মের সাথে এসেছিলো, (৪৬)তাদের অনেকে ইসার কাজ দেখে তাঁর ওপর ইমান আনলো; কিন্তু তাদের কয়েকজন ফরিসিদের কাছে গিয়ে যা ঘটেছে তা জানালো।

(৪৭)তখন প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা পরিষদের সভা ডাকলেন এবং বললেন, "আমাদের কী করা উচিত? এই লোকটি অনেক মোজেজা দেখাচ্ছে। (৪৮)আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দেই, তাহলে সবাই তার ওপর ইমান আনবে এবং রোমীয়রা এসে আমাদের পবিত্র জায়গা ও জাতিকে ধ্বংস করে দেবে।"

(৪৯)কিন্তু তাদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন ওই বছর প্রধান ইমাম ছিলেন। (৫০)তিনি বললেন, তোমরা কিছুই জানো না! তোমরা বোঝো না যে, গোটা জাতি ধ্বংস হওয়ার চেয়ে সব মানুষের হয়ে একজনের মৃত্যু ভালো। " (৫১)তিনি নিজ থেকে একথা বলেননি কিন্তু ওই বছর প্রধান ইমাম হওয়ার কারণে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, হযরত ইসা আ. জাতির জন্য মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন; (৫২)তবে শুধু এই জাতির জন্য নয় কিন্তু আল্লাহর যেসব প্রিয় বান্দা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যও, যেনো তাদের এক করতে পারেন।

(৫৩)তাই সেদিন থেকেই তারা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। অতঃপর হযরত ইসা আ. আর খোলাখুলিভাবে ইহুদিদের মধ্যে চলাফেরা করলেন না (৫৪)কিন্তু মরুপ্রান্তরের কাছাকাছি এলাকায় ইফ্রাইম নামে এক শহরে চলে গেলেন এবং তাঁর হাওয়ারিদের সাথে সেখানেই থাকলেন।

(৫৫)ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা জেরুসালেমে গেলো, যেনো ইদের আগে তারা পাকসাফ হতে পারে। (৫৬)তারা হযরত ইসা আ.-র খোঁজ করছিলো এবং বায়তুল-

মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছিলো, “তোমার কী মনে হয়? নিশ্চয়ই তিনি ইদে আসবেন না, তাই না?”

(৫৭)প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা এই হুকুম দিয়েছিলেন যে, কেউ যদি জানে হযরত ইসা আ. কোথায় আছেন, তাহলে তাদের জানাতে হবে, যেনো তারা তাঁকে ধরতে পারেন।